জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০১৩ (৮ম)
সমীপে
প্রশ্নের উত্তর ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রস্তাব পেশ

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি
একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন
অস্থায়ী কার্যালয় : ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা (বিএসটিআই কর্মচারী ইউনিয়ন অফিস)
e-mail : info@bgeac3.com web : wwwbgeac3.com

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয় : ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং : বাতসকস/২০১৪-৯৫ তারিখ : ০৭/০৫/২০১৪ খ্রিঃ

বরাবর
সভাপতি
জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন-২০১৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বি.সি.এস প্রশাসন একাডেমী
শাহবাগ, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : **জনাব মোঃ এহছানুল হক, (অতিরিক্ত সচিব) ও সদস্য সচিব, জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন/২০১৩।**

বিষয় : **জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন/২০১৩ সমীপে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে প্রস্তাব প্রদান প্রসংগে।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে সম্মানের সহিত জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন-২০১৩ এর কার্যপরিবিধ (Terms of Reference) একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রেক্ষিতে এবং কমিশন হতে প্রাপ্ত বেতনভাতা ও অন্যান্য সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, কার্যপরিধি ও প্রাসংগিক কতিপয় জরুরী বিষয়ে প্রস্তাবনা কমিশনের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় অনুকূল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য "বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি"র পক্ষ হতে সবিনয়ে পেশ করা হলো [সংযুক্ত ০৫ (পাঁচ) কপি]।

০২। প্রজাতন্ত্রের সরকারি জনবলের শতকরা ৫০ ভাগ বেশী জনবলই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এ বিষয়টি সদয় বিবেচনায় এনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-১ এর প্রজ্ঞাপন নং : ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০৪. ১৩.২৭২ তারিখ : ২৪/১১/১৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষে সভাপতি/মহাসচিবকে কমিশনে খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে কো-অপট্ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬

স্মারক নং : বাতসকস/২০১৪/৯৫ (১০০) তারিখ : ০৭/০৫/২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য সংলগ্নীসহ প্রেরণ করা হল :

০১। জনাব .....
সদস্য, জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন-২০১৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

০২। সভাপতি/মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক ..... ।

০৩। জনাব ..... ।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯১২-১১৭৫০১

জাতীয় বেতন কমিশন ও চাকুরী কমিশন, ২০১৩ কর্তৃক সরবরাহকৃত ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণের প্রশ্নমালা ও বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষে উত্তরপত্র

ভূমিকা ঃ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের ন্যূনতম জীবন যাপনের প্রয়োজনে উপযুক্ত বেতন স্কেল প্রদান ও ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবীতে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি স্থায়ী বেতন কমিশন (Pay Commission) ও স্থায়ী চাকুরী কমিশন (Service Commission) গঠন করার জন্য কর্তৃপক্ষ তথা সরকার সমীপে দাবী জানিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে সদাশয় সরকার স্থায়ী না হলেও একটি জাতীয় বেতন কমিশন (Pay Commission) ও একই সাথে চাকুরী কমিশন (Service Commission) গঠন করে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করেছেন এবং গঠিত পে-কমিশনের কর্মপরিধি (Terms of Referance) নির্ণয় করে সে মোতাবেক সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষ হতে (ক) জাতীয় বেতন কমিশন (Pay Commission) ও (খ) চাকুরী কমিশন (Service Commission) সমীপে একটি বাস্তবধর্মী প্রস্তাবনা ও সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সমিতি কর্তৃক ২৮/০২/২০১৪ইং তারিখের সভায় ১৫(পনের) সদস্যের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করার অনুরোধ জানানো হয়। উপ-কমিটি ঃ

০১।	নাজমা আক্তার	মৎস্য অধিদপ্তর	০১৭১২-১৭০২৯৯	সহ-সভাপতি, কেনিপ	আহবায়ক
০২।	মোঃ নুরুন্নবী	সমুদ্র পরিবহন অধিঃ	০১৭১৫-০১৩১৪৩	সহ-সভাপতি, কেনিপ	যুগ্ম-আহবায়ক
০৩।	মোঃ নজরুল ইসলাম	মৃত্তিকা ইনস্টিটিউট	০১১৯০-৮৮০৯৯৪	সহ-সভাপতি, কেনিপ	সদস্য
০৪।	মোঃ মিজানুর রহমান	ভূতত্ত্ব জরীপ অধিদপ্তর	০১৭৭২-৬৭৫৪২৬	সহ-সভাপতি, কেপিন	সদস্য
০৫।	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ক্রীড়া অধিদপ্তর	০১৫৫২-৪০১৫৫৯	সহ-সভাপতি, কেনিপ	সদস্য
০৬।	মোঃ ফরিদুর রহমান	বি জি প্রেস	০১৯৪৭-৯৭৬৪২২	যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য

০৭।	তাপস কুমার সাহা	টিবি হাসপাতাল	০১৭১২-২০৫২৭৯	যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
০৮।	মোঃ মফিজুল হক	রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর	০১৭১১-৯৭০১৮১	যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
০৯।	জাহাঙ্গীর হোসেন হাওলাদার	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	০১৭১০-৮৮৪৫৯৯	যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
১০।	মোঃ ইকবাল হোসেন	পরিসংখ্যান ব্যুরো	০১৮১৮-৭৫৯৩৭১	সহঃ মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
১১।	মোঃ মফিজুল ইসলাম পিন্টু	টিএন্ডটি	০১৭১৪-২২০৩৭৭	সহঃ মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
১২।	মারজাহান আক্তার নিপা	সওজ অধিদপ্তর	০১৬৮১-১৮৭৫৯৫	সহঃ মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য
১৩।	মোঃ আবদুল জলিল	মুদ্রণ অধিদপ্তর	০১৭৫৯-১৯৮৫৩৫	সাংগঃ সচিব, কেনিপ	সদস্য
১৪।	মোঃ আতাউর রহমান খান	টিটি কলেজ (শিক্ষা)	০১৭৩০-০০০১০৯	অতিঃ মহাসচিব, কেনিপ	সদস্য সচিব
১৫।	মোঃ রমিজ উদ্দিন মাঝি	শিক্ষা অডিট	০১৫৫২-৪০১৮৯৩	যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ	যুগ্ম সদস্য সচিব

উপ-কমিটি হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সভায় পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে কমিশন সমীপে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) প্রসঙ্গ ঃ বেতন কমিশন (Pay Commission) ঃ

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি নিরূপণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ৭টি বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এবারেরটা ৮ম জাতীয় বেতন কমিশন। এ যাবতকাল জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়িত হয় মূলত দু'বার, ১৯৭৩ ও ১৯৭৭ সনে। পরবর্তী বেতন কমিশনগুলো ১৯৭৭ সনের প্রবর্তিত ২০টি ধাপের বেতন স্কেলের ধারাবাহিকতায় শুধু Corresponding স্কেল প্রদানের নীতি অনুসরণ করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩ সনে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে ধারণ করে প্রজাতন্ত্রের সর্বস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য নিরসন ও

ভ্রাতৃত্বসুলভ ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে প্রায় তিন সহস্রাধিক বেতন স্কেলকে ভেঙ্গে ১০(দশ)টি বেতন স্কেলে বিন্যাস করেছিলেন যা ছিল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। এর মাত্র চার বৎসরের ব্যবধানে ১৯৭৭ সালে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ১০টি বেতন স্কেলকে ভেঙ্গে ২০টি বেতন স্কেলে বিন্যাস করা হয়। যেখানে ১৯৭৩ সালে প্রণীত বেতন স্কেলে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ৩টি গ্রেডের পরিবর্তে ৬টি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ২টির স্থলে ৪টি বেতন গ্রেডে প্রবর্তন করে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া, একই কর্মবিভাগে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠানে একই যোগ্যতা সম্পন্ন পদগুলির মধ্যে অযথা বেতন স্কেল ও বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করে বেতন কমিশন তথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে ও বিবেচনা সম্পর্কে সংশয় ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। যাহা দীর্ঘদিন যাবত কর্মচারী অঙ্গনে অসন্তোষ সৃষ্টির একটি অন্যতম মূল কারণ।

১৯৭৩ সনে ঘোষিত ১ম জাতীয় বেতন স্কেল ও ১৯৭৭ সনে প্রদত্ত বেতন স্কেল এ ২টি বেতন স্কেলের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য দৃশ্যমান করার জন্য ২টি স্কেল দেখানো হলো ঃ

১৯৭৩ সালের জাতীয় বেতনস্কেল		১৯৭৭ সালের জাতীয় বেতনস্কেল	
০১।	২০০০ (নির্ধারিত)	০১। ০২।	৩০০০ (নির্ধারিত) ২৮৫০ (নির্ধারিত)
০২।	১৪০৫-৭০-১৮৫০	০৩।	২৩৫০-১০০-২৭৫০
		০৪।	২১০০-১০০-২৬০০
০৩।	১১৫০-৬০-১৫৭০	০৫।	১৮৫০-৭৫-২৩৭৫
		০৬।	১৪০০-৭৫-২০০০
০৪।	৮০০-৪৫-১০৭০-ইবি-৫৫-১৪৫৫	০৭।	১১৫০-৬৫-১৮০০
		০৮।	৯০০-৫৫-১২৮৫-৬৫-১১১৬
০৫।	৪৭৫-৩৫-৬৮৫-ইবি-৪০-১০০৫-৪৫-১২৭৫	০৯।	৭৫০-৫০-৯০০-ইবি-৫৫-১২৩০-৬০-১৪৭০
		১০।	৬২৫-৪৫-৯৮৫-ইবি-৫৫-১৩১৫
০৬।	৩৭৫-২৫-৫২৫-ইবি-৩০-৭৬৫-ইবি-৩৫-৯৭৫	১১।	৪৭০-৩৫-৬৪৫-ইবি-৪৫-৯১৫-৫৫-১১৩৫
		১২।	৪২৫-৩০-৫৭৫-ইবি-৪০-৭৩৫-৫০-১০৩৫

০৭।	৩১০ স্থায়ীকরণ-৩২৫-১৫-৪০০-ইবি-১৮-৫৪৪-ইবি-২১-৬৭০	১৩।	৪০০-২৫-৫২৫-ইবি-৩০-৮২৫
		১৪।	৩৭০-২০-৪৭০-ইবি-২৫-৭৪৫
০৮।	২২০ স্থায়ীকরণ-২২৮-৮-২৬৮-ইবি-১০-৩৪৮-ইবি-১২-৪২০	১৫।	৩২৫-১৫-৪৩০-ইবি-২০-৬১০
		১৬।	৩০০-১২-৩৯৬-ইবি-১৮-৫৪০
০৯।	১৪৫ স্থায়ীকরণ-১৫১-৬-২০৫-ইবি-৭-২৭৫	১৭।	২৭৫-১০-৩৭৫-ইবি-১৫-৪৮০
		১৮।	২৫০-৬-২৮০-ইবি-৮-৩৬০
১০।	১৩০ স্থায়ীকরণ-১৩৫-৫-১৮০-ইবি-৬-২৪০	১৯।	২৪০-৬-২৮২-ইবি-৭-৩৪৫
		২০।	২২৫-৬-৩১৫

বাংলাদেশের সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত বেতন স্কেলকে মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে অন্তত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ-পদবীতে সমমান ও সমকাজের বিষয়টি বিবেচনায় এনে বৈষম্যহীন সুষম একটা বেতন কাঠামো প্রণয়ন করে জাতীয় বেতন কমিশন/২০১৩ একটা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে সচেষ্ট হবে, এটাই প্রজাতন্ত্রের সকল তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের প্রত্যাশা।

প্রশ্নমালার উত্তর পত্র

প্রথম অংশ (পরিচিতি)

উত্তর দাতার নাম	পদবী/পেশা	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী
মোঃ মাহফুজুর রহমান, সভাপতি ও মোঃ লুৎফুর রহমান, মহাসচিব, বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।	চাকুরী			✓	
অফিসের নাম ও ঠিকানা ঃ অস্থায়ী কার্যালয় ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।					

	কোড		
উপজেলা ঃ			
জেলা ঃ ঢাকা।		১২০৮	
বিভাগ ঃ ঢাকা।			

দ্বিতীয় অংশ (বেতন সংক্রান্ত)

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক ✓ দিন।

০১। বিদ্যমান জাতীয় বেতন স্কেলে যে ২০টি গ্রেড/স্কেল আছে, তা আপনি সমর্থন করেন কি ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

১.১। যদি উত্তর ' না ' হয় তবে কয়টি গ্রেড হওয়া উচিত এবং কেন ?

[১২টি গ্রেড] যুক্তির পক্ষে মতামত ঃ

যুক্তির পক্ষে মতামত ঃ সরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের জন্য শত শত পদ পদবীর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এই সকল পদ পদবীগুলোর দায়িত্ব পালন বা কাজের ধরণ, অধিত শিক্ষা-দীক্ষার মান ও তুলনামূলক কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী পদ মর্যাদা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে ১২টি ধাপেই বিন্যস্ত করা যায়। যেমন ঃ (১) সিনিয়র সচিব, সচিব ও সমমানের পদ (২) অতিরিক্ত সচিব ও সমমানের পদ (৩) যুগ্ম সচিব ও সমমানের পদ (৪) উপ-সচিব ও সমমানের পদ (৫) সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমমানের পদ (৬) সহকারী সচিব ও সমমানের পদ (৭) প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সমমানের পদ (৮) প্রধান সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, কম্পিউটার অপারেটর ও সমমানের পদ (৯) উচ্চমান সহকারী, স্টোর কিপার ও সমমানের পদ (১০) অফিস সহকারী ও সমমানের পদ (১১) দপ্তরী / ক্যাশ সরকার ও সমমানের পদ এবং (১২) এম.এল.এস.এস বা অফিস সহযোগী/দারোয়ান/ক্লিনার ও সমমানের পদ।

০২। বর্তমানে বাজার দর অনুযায়ী সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত একজন চাকুরিজীবীর ৬(ছয়) সদস্যের পরিবারের জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল বেতন কত হওয়া উচিত ?

(i) সর্বনিম্ন [১৫০০০ টাকা] (ii) সর্বোচ্চ [৮২০০০ টাকা]

০৩। সকল সরকারি চাকুরীজীবীর জন্য একই হারে বেতন বৃদ্ধি আপনি সমর্থন করেন কি ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

৩.১ । যদি উত্তর ' না ' হয় তবে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোনটি সমর্থন করেন?

(i) সবার জন্য বাড়বে, তবে স্বল্প আয়ের জন্য বেশী হারে বাড়বে [✓]

(ii) শুধু স্বল্প আয়ের জন্য বাড়বে [ ]

(iii) সবার জন্য বাড়বে, তবে বেশী আয়ের জন্য বেশী বাড়বে [ ]

০৪ । বর্তমানে প্রচলিত বেতন কাঠামোতে কোন অসংগতি আছে কিনা ?

(i) হ্যাঁ [✓] (ii) না [ ]

৪.১ । যদি উত্তর ' হ্যাঁ ' হয় তা হলে অসঙ্গতি কি কি ? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

(i) আন্তঃস্কেলের বৈষম্য [✓] (ii) অপর্যাপ্ত প্রারম্ভিক বেতন [ ]

(iii) টাইম স্কেলের অসঙ্গতি [ ] (iv) সবক'টি প্রযোজ্য [ ]

(v) **অন্যান্য (উল্লেখ করুন)** ঃ ইতোপূর্বে তৃতীয় শ্রেণী পদমর্যাদা হতে আপগ্রেডকৃত বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মচারীদের ন্যায় ডিসি অফিসসহ সকল দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমমানের, সমপদের কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও বেতন বৈষম্য নিরসন করা ।

০৫ । ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৪, ১০ বৎসর অন্তর যে সিলেকশন গ্রেড প্রচলিত আছে তার পরিবর্তে তা কত বৎসর পর পর হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

(i) ৪, ১০, ১৫ বৎসর [✓] (ii) ৪, ৮, ১৩ বৎসর [ ]

(iii) ৫, ১০, ১৫, ২০ বৎসর [ ] (iv) ৭, ১২,১৬, ২০ বৎসর [ ]

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ ..... ।

০৬। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যমান ৪ বৎসর সিলেকশন গ্রেড এবং ৮, ১২ বৎসর অন্তর যে টাইম স্কেল আছে তার পরিবর্তে কত বৎসর পর পর হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

(i) ৪, ১০, ১৩ বৎসর [✓] (ii) ৪, ৮, ১৫ বৎসর [ ]

(iii) ৫, ১০, ১৫, ২০ বৎসর [ ] (iv) ৭, ১২,১৬, ২০ বৎসর [ ]

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ ১ম শ্রেণী কর্মকর্তাদের ন্যায় সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের প্রতিপদে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ২ গ্রেড উপরের স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রদানকরণ।

০৭। তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিদ্যমান ৮, ১২, ১৫ বৎসর অন্তর যে টাইম স্কেল বিদ্যমান আছে তার পরিবর্তে কত বৎসর অন্তর হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

(i) ৮, ১২, ১৪ বৎসর [✓] (ii) ৮, ১১, ১৫ বৎসর [ ]

(iii) ৮, ১২, ১৬, ২০ বৎসর [ ] (iv) ৭, ১২, ১৬, ২০ বৎসর [ ]

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ .....।

০৮। বিদ্যমান স্কেলের সাথে যে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আছে তা কি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় বলে আপনি মনে করেন ?

(i) বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতিতে [ ] (ii) মূল বেতনের শতকরা হারে [✓]

(iii) মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে [ ] (iv) জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে [ ]

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ .....।

০৯। সরকারি চাকুরিতে মেধাবীদের নিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

(i)	প্রারম্ভিক বেতন বৃদ্ধি	✓	(ii)	শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এর সুবিধাদিসহ অন্যান্য সকল ভাতা বৃদ্ধি	
(iii)	দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি		(iv)	সময়মত পদোন্নতির ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি	

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ .....

(প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করতে পারেন)

১০। বর্তমানে চিকিৎসা ভাতা মাসে ৭০০ টাকা আছে, তা কত হওয়া উচিত ?

১। ১৫০০ ☐

২। ২০০০ ☐

৩। অন্য কোন পরিমাণ [২৫০০]

১১। বর্তমানে ২ জন সন্তানের শিক্ষা ভাতা মাসে ৩০০ টাকা আছে, তা কত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

১। ৮০০ ☐

২। ১২০০ ☐

৩। ১৫০০ ☐

৪। অন্য কোন পরিমাণ [৩৫০০]

১২। বাড়ী ভাড়া বেতনের সঙ্গে আনুপাতিক হওয়া হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা ?

(i) হ্যাঁ [✓] (ii) না [ ]

১২.১। যদি উত্তর ' হ্যাঁ ' হয় তবে একটি চাকুরিজীবী পরিবারের জন্য মাসিক বাড়ীভাড়া কত হওয়া উচিত ?

স্থানের নাম	মূল বেতনের ৪০% - ৫০%	মূল বেতনের ৫০% - ৬০%	মূল বেতনের ৬০% - ৭০%	সর্বোচ্চ
ঢাকা			৭৫%	৩৫,০০০
বিভাগীয় শহর			৭০%	৩০,০০০
জেলা শহর			৬০%	২৫,০০০
উপজেলা শহর			৫০%	২০,০০০

১৩। বর্তমানে গ্রাচ্যুইটি ও পেনশন মূল বেতনের ৮০% হিসেবে বিদ্যমান আছে; এটি যথাযথ কিনা ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

১৩.১। যদি উত্তর ' না ' হয় তবে কত শতাংশ হওয়া উচিত ?

[১০০%]

১৪। ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) অনুযায়ী জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিবেচনা করে পেনশনভোগী কর্মকর্তা / কর্মচারীদের পেনশন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে কিনা ?

(i) হ্যাঁ [✓] (ii) না [ ]

১৪.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ ' হয় তা হলে কি হারে হওয়া উচিত ?

(i) সমানুপাতিক হারে [✓] (ii) অন্য কোন হারে [ ]

১৫। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্তমান যে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হয় তা পর্যাপ্ত কি না ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

১৫.১। যদি উত্তর ' না ' হয় তাহলে কিভাবে ঋণের ব্যবস্থা করা উচিত ?

(i) ব্যাংক রেটে ব্যাংকের মাধ্যমে [ ]

(ii) ব্যাংক রেটে এইচবিএফসি এর মাধ্যমে [ ]

(iii) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী [ ]

(iv) বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী [✓]

(v) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ প্রতিকী (নামমাত্র) সুদে ন্যূনতম ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা।

১৬। বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গাড়ী ক্রয়ের জন্য যে ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কি না ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

১৬.১। উত্তর যদি ' না ' হয় তা হলে কি হওয়া উচিত ?

(i) বর্তমান মূল্য অনুযায়ী [ ]

(ii) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী [ ]

গাড়ী ঃ সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী ক্রয় বাবদ আর্থিক নগদায়নের পরিবর্তে সরকারিভাবে গাড়ী সরবরাহকরণ যুক্তিযুক্ত হবে। তবে গাড়ীর জ্বালানী সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সীমিত রাখার জন্য কঠোর নীতিমালা অনুসরণের প্রস্তাব করা হলো।

১৭। বেতন কমিশনের সুপারিশে যদি বেতন বৃদ্ধি করা হয় তা হলে বর্ধিত ব্যয় সংকুলানের জন্য সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)।

(i)	কর বৃদ্ধি	✓	(ii)	সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কর ফাঁকি রোধ করা	
(iii)	করের আওতায় সম্প্রসারণ	✓	(iv)	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

তৃতীয় অংশ (সার্ভিস সংক্রান্ত)

১৮। সরকারি চাকুরিতে পদোন্নতির জন্য আইনানুগ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন কি না ?

(i) হ্যাঁ ✓ (ii) না

১৮.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ ' হয় তা হলে পদোন্নতির কি কি বিষয় গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?
(একাধিক উত্তর হতে পারে)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	✓
প্রশিক্ষণ	
জ্যেষ্ঠতা	✓
এসিআর	
অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ঃ	অভিজ্ঞতা

১৯। দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ/পদায়িত কর্মস্থল/ক্যাডার ভিত্তিক চাকুরিতে বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে বলে মনে করেন কি ?

(i) হ্যাঁ (ii) না

১৯.১। উত্তর 'হ্যাঁ " হলে তা দূরীকরণে আপনার মতামত দিন ।

.....

২০। বিদ্যমান বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা আপনি সমর্থন করেন কি ?

(i) হ্যাঁ [✓] (ii) না [ ]

২০.১। উত্তর যদি ' না ' হয় তা হলে কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

.....

২১। স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার জন্য পূর্ণ পেনশন চাকুরির বয়স ২৫ বৎসর রয়েছে, তা কমানো উচিত কিনা?

.....

২১.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ " হয় তাহলে কত বছর হওয়া উচিত ?

(i) ১৮ [ ] (ii) ২০ [✓]

(iii) ২২ [ ]

২২। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/বিভাগের কাজের ধরনভিত্তিক (কর্মকর্তাদের) কোন গুচ্ছ (Cluster) সৃষ্টি অর্থাৎ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কতগুলো ক্যাডারকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি না ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [ ]

২২.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ ' হয়ে তাহলে কিভাবে এবং কয়টি (Cluster) তৈরী করা যেতে পারে সে বিষয়ে আপনার মতামত দিন

.....

২৩। কোন গুচ্ছ (Cluster) প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দক্ষতা/যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন আছে কিনা ?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [ ]

২৩.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ ' হয় তাহলে কি ধরণের দক্ষতা/যোগ্যতা থাকা উচিত?

.....

২৪। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর ক্যাডারসমূহের পুনর্গঠনের বিষয়ে আপনার কোন পরামর্শ আছে কি?

(i) হ্যাঁ [ ] (ii) না [✓]

২৪.১। উত্তর যদি ' হ্যাঁ " হয় তাহলে আপনার মতামতের পক্ষে যুক্তি প্রদান করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক কাগজ সংযোগ করা যাবে)।

.....

২৫। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি ধরণের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? (উল্লেখ করুন)

(i) বিভাগীয় কম্পিঃ প্রশিক্ষণ (ii) দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ (iii) ..... (iv) .....

২৬। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণে কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত ? (উল্লেখ করুন)

(i) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (ii) মৌল ও অফিস ব্যবস্থাপনা (iii) ..... (iv) .....

২৭। উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহে উত্থাপিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আপনার মতামত থাকলে তা উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করতে পারেন)

উত্তর প্রদানকারীর স্বাক্ষর ঃ স্বা/ (মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান) সভাপতি তারিখঃ ০৭/০৫/২০১৪খ্রিঃ	উত্তর প্রদানকারীর স্বাক্ষর ঃ স্বা/ (মোঃ লুৎফর রহমান) মহাসচিব তারিখঃ ০৭/০৫/২০১৪খ্রিঃ

সরকার কর্তৃক ২৪/১১/২০১৩ তারিখ গঠিত জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন/২০১৩ এর কার্যার্থে দেয় কার্যপরিধি (Terms of Reference) এর আলোকে ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা পেশ করা হলো।

(*) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি সময়োপযোগী বেতন কাঠামো নির্ধারণের প্রস্তাব ঃ

সরকারি কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের জন্য শত শত পদ পদবীর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এ সকল পদ পদবীগুল্যের দায়িত্ব পালন বা কাজের ধরন, অধিত শিক্ষা-দীক্ষার মান ও তুলনামূলক কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী পদমর্যাদা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে ১২টি ধাপেই বিন্যস্ত করা যায়। যেমন- (১) সিনিয়র সচিব, সচিব ও সমমানের পদ (২) অতিরিক্ত সচিব ও সমমানের পদ (৩) যুগ্ম সচিব ও সমমানের পদ (৪) উপ-সচিব ও সমমানের পদ (৫) সিনিয়র সহকারী সচিব ও সমমানের পদ (৬) সহকারী সচিব ও সমমানের পদ (৭) প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সমমানের পদ (৮) প্রধান সহকারী, স্টেনোগ্রাফার, কম্পিউটার অপারেটর ও সমমানের পদ (৯) উচ্চমান সহকারী, স্টোর কিপার ও সমমানের পদ (১০) অফিস সহকারী ও সমমানের পদ (১১) দপ্তরী /ক্যাশ সরকার ও সমমানের পদ এবং (১২) এম.এল.এস.এস বা অফিস সহযোগী/দারোয়ান/ক্লিনার ও সমমানের পদ। বর্ণিত ১২টি ধাপের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিটি ধাপের ক্রমধারায় বেতন স্কেলের ব্যবধানের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নরূপভাবে ১২টি বেতন গ্রেড প্রস্তাব করা হলো ঃ

গ্রেড নং	পদবীর নাম	শ্রেণী	প্রস্তাবিত বেতন গ্রেড
০১। (ক) (খ)	সিনিয়র সচিব ও সমমানের পদ সচিব ও সমমানের পদ	প্রথম শ্রেণী	টাঃ ৯৯,০০০ নির্ধারিত (স্বরীবফ) টাঃ ৯৭,০০০ নির্ধারিত (স্বরীবফ)
০২।	অতিরিক্ত সচিব ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ৮২,০০০-৪০০০x৩-৯৪,০০০
০৩।	যুগ্ম-সচিব ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ৭১,০০০-৩৫০০ x ৪-৮৫,০০০
০৪।	উপ-সচিব ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ৬১,০০০-৩০০০ x ৫-৭৬,০০০
০৫।	সিনিঃ সহকারী সচিব ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ৫১,০০০-২৪০০ x ৬-৬৫,০০০
০৬।	সহকারী সচিব ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ৪২,০০০-১৮০০ x ৭-৫৪৬০০
০৭।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সমমানের পদ	দ্বিতীয় শ্রেণী	টাঃ ৩৫,০০০-১৫০০ x ৮-৪৭,০০০

০৮।	প্রধান সহকারী, সাটলিপিকার, কম্পিউটার অপারেটর ও সমমানের পদ	তৃতীয় শ্রেণী	টাঃ ৩০,০০০-১৩০০ X ৮-৪০৪০০
০৯।	উচ্চমান সহকারী, স্টোরকিপার ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ২৬,০০০-১১০০ X ৮-৩৪,৮০০
১০।	অফিস সহকারী ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ২২,০০০-৯০০ X ৮-২৯,২০০
১১।	দপ্তরী/ক্যাশ সরকার ও সমমানের পদ	চতুর্থ শ্রেণী	টাঃ ১৮,০০০-৮০০ X ৮-২৪,৪০০
১২।	এম.এল.এস.এস বা অফিস সহযোগী / দারোয়ান/ ক্লিনার ও সমমানের পদ	ঐ	টাঃ ১৫,০০০-৭০০ X ৮-২০,৬০০
১নং (ক) ও (খ) বেতনক্রম বা ধাপটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারিত (Fixed) বিধায় ২নং ধাপ থেকে ১২নং ধাপ পর্যন্ত বেতনের ক্রমানুসরণ করার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ২নং থেকে ১২নং ধাপের বেতনের আনুপাতিক হারে প্রায় ১৪৫.৫ করা হয়েছে। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির বেলায়ও অনুরূপভাবে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি অনুসরণ করা হয়েছে।			

১২টি বেতন স্কেলের বেশী স্কেল বা ধাপ হলে অযাচিত বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। বিদ্যমান ২০টি বেতন স্কেলের ধাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইতোপূর্বে প্রদত্ত বেতন স্কেলের নিচের দিকে বেতন স্কেলের ধাপগুলো দেখা যায়, ৪১০০, ৪২৫০, ৪৪০০, ৪৭০০, ৪৯০০, ৫২০০, ৫৫০০, ৫৯০০, ৬৪০০ ইত্যাদি। নন গেজেটেড (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী) পর্যায়ের এই বেতন স্কেলের ধাপগুলোর মধ্যে প্রারম্ভিক বেতনের আর্থিক ব্যবধান অনেক কম। অপরদিকে গেজেটেড পর্যায়ের বেতন স্কেলের ধাপগুলোতে প্রারম্ভিক ব্যবধান অনেক বেশী। যেমন- নন গেজেটেড পদের শেষ ধাপ ৬৪০০ টাকা থেকে পরবর্তী বেতন স্কেল হচ্ছে ৮০০০ টাকা (২য় শ্রেণী)। তারপর ক্রমান্বয়ে ১১,০০০, ১২,০০০, ১৫,০০০, ১৮,৫০০, ২২,০০০ টাকা ইত্যাদি। এখানে একটা ধাপের সাথে পরবর্তী ধাপের ব্যবধান অনেক বেশী লক্ষণীয়। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১২টি ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো।

(*) <u>বিশেষায়িত (Specialised) চাকুরিজীবীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ।</u>

বিশেষায়িত (Specialised) কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদমর্যাদানুযায়ী বেতন স্কেলের আওতায় সরকার নির্ধারিত হারে বেতন ভাতা প্রাপ্ত হবেন। একজন বিশেষায়িত (Specialised) কর্মকর্তা হিসাবে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন বিবেচনা করে মূল বেতনের উপর ২০% হারে (শতকরা বিশ ভাগ) বিশেষায়িত (Specialised) ভাতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হলো।

(*) বেতন কাঠামো নির্ধারণকালে বেতন ভাতার উপর আরোপযোগ্য কর (আয়কর) জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বেতন কাঠামো স্থিতিকরণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আয়কর নথি খোলা বাধ্যতামূলক করে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা মূল বেতনধারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মূল বেতনের উপর শতকরা ২% (দুই ভাগ) হারে মাসিক বেতন ভাতা হতে আয়কর কর্তন করা এবং বছর শেষে বেতনভাতা বহির্ভূত আয় (যদি থাকে) ও প্রাপ্ত বেতনভাতাসহ নীট আয়ের উপর সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর হিসাবে নির্ণয় ও রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হলো। এরূপ বিধান বাস্তবায়িত হলে সরকারি-বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবৈধ আয়ের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে।

(*) বেতন বহির্ভূত অন্যান্য সুবিধাদি যেমন- বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়নভাতা, প্রেষণভাতা, কার্যভার ভাতা, মহার্ঘ্য ভাতা, উৎসব ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ইত্যাদি।

(*) **বাড়ীভাড়া ভাতা** ঃ মূল বেতনের ৭৫% এবং সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ (মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য) অন্যান্য স্থানের জন্য বিভাগীয় জেলা ও উপজেলার জন্য যথাক্রমে শতকরা ৭০%, ৬০%, ৫০% এবং সর্বোচ্চ ৩০,০০০, ২৫,০০০ ও ২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হলো।

(*) **চিকিৎসা ভাতা** ঃ ২৫০০ টাকার মাসিক বেতন স্কেলের সাথে প্রদান (*) **যাতায়াত ভাতা** ঃ প্রতিমাসে ১১০০ (*) **টিফিন ভাতা** ঃ ১১০০ টাকা (*) **সন্তান শিক্ষাভাতা** ঃ ৩৫০০ টাকা (*) **গ্যাস, বিদ্যুত পানির বিল** ভাতা হিসাবে বেতন বিলের সাথে প্রদান (*) **আপ্যায়ন ভাতা** ঃ উপযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য অফিস চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য ২০০ টাকা (*) **প্রেষণ ভাতা** ঃ মূল বেতনের ২০% (*) **কার্যভার ভাতা** ঃ ২০% (*) **উৎসব ভাতা** ঃ মূল বেতনের সমপরিমাণ এবং সর্বনিম্ন ২০,০০০ টাকা বৎসরে দুই বার (*) **শ্রান্তি বিনোদন ভাতা** ঃ মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং ১৫ দিনের ছুটি প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর (*) **পাহাড়ী ভাতা** ঃ মূল বেতনের ৩০% (শতকরা ত্রিশভাগ) (*) কারিগরি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারিগরী ভাতা ২০% (শতকরা বিশ ভাগ)। (*) **পর্যটন ভাতা ঃ কক্সবাজার জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মূল বেতনের ২০% (শতকারা বিশ ভাগ)** (*) মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রসুতি ভাতা হিসাবে প্রদান এবং (*) কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটরদের টেকনিক্যাল পদ ঘোষণা করা ও ভাতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হলো।

(*) মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন সমন্বয় পদ্ধতি নিরূপণ।

সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্থায়ী পে-কমিশন গঠন করে মাস ভিত্তিক মূল্যস্ফীতির হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক মূল্যস্ফীতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সমানুপাতিক হারে প্রত্যেক বৎসরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে সরকারি আদেশের মাধ্যমে বেতন ভাতার সাথে যুক্ত করে সমন্বয় করা। স্থায়ী পে-কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ মাস ও বৎসর ভিত্তিক নির্ণয় করে সমপরিমাণ অর্থ প্রত্যেক বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে অনুরূপ আদেশে বেতন ভাতার সাথে বৃদ্ধি করে সমন্বয় করার প্রস্তাব করা হলো। উল্লেখ্য যে, অনুরূপভাবে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা নির্ণয়কের সমপরিমাণ অর্থ বেতন ভাতা থেকে কমিয়ে প্রত্যেক বছরের জানুয়ারি মাসে সরকারি আদেশ জারী করে বেতন ভাতার সমন্বয়ের পদ্ধতি নিরূপনের প্রস্তাব করা হলো।

(*) যথোপযুক্ত/সময়োপযোগী অবসর সুবিধাদি নিরূপন (পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, লামগ্র্যান্ড ও অন্যান্য ভাতা) ঃ

(ক) গড় আয় বৃদ্ধি এবং প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চাকুরীর বয়সসীমা ৫৯ এর স্থলে ৬২ বৎসরে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হলো। অপরদিকে ঐচ্ছিক অবসর গ্রহণের বয়স ২৫ বৎসরের পরিবর্তে ২০ বৎসর নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো। অবসর গ্রহণের প্রস্তাবিত বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়না। চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ অবশ্যই পরিহার করা উচিত। কারণ এর ফলে সংশ্লিষ্ট ফিডার পদধারীগণ পরবর্তী পদোন্নতির সম্ভাব্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। পরিণামে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে হতাশা ও নিরুৎসাহ দেখা দেয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা কিছুতেই কাম্য নয়।

(খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পেনশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে মূল বেতনের ৮০% (শতকরা আশি) ভাগের স্থলে মূল বেতনের ১০০% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো এবং গ্রাচ্যুইটির ক্ষেত্রে বর্তমানে দেয় প্রতি ১(এক) টাকায় ২৩০ টাকার

পরিবর্তে প্রতি ১(এক) টাকায় ৪০০ (চারশত) টাকা হারে প্রদান এবং সর্বনিম্ন গ্রাচ্যুইটির পরিমাণ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলো।

(গ) কর্মের মাধ্যমে অর্জিত ও সংরক্ষিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা কিছুতেই সমীচীন নয়। একজন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সারা চাকুরী জীবন দায়িত্বের সাথে নিয়মিতভাবে চাকুরী করার পর অবসরকালে শুধু ১২ মাসের মূল বেতনে ছুটির মূল বেতন লামগ্র্যান্ড হিসাবে প্রাপ্ত হন। তার অর্জিত ও রক্ষিত বাকি ছুটিগুলির বিনিময়ে তাকে কিছুই দেয়া হয় না। তাই, লামগ্র্যান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেয় ১২ মাসের মুল বেতনের সমপরিমাণ লামগ্র্যান্ড প্রদানের পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/বীমার অনুরূপ পাওনা সমুদয় ছুটির পরিমাণ মোতাবেক মূল বেতন অনুপাতে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।

(ঘ) জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পেনশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা / কর্মচারীদেরকে পেনশন-ভাতাদির পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলো এবং পেনশনে যাবার পূর্ব মুহূর্তে প্রাপ্য মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করা হলো এবং বার্ধক্যজনিত কারণে একজন অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে দ্বিগুণ হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হলো।

(*) <u>কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মান নিরূপণ/মূল্যায়নপূর্বক বেতন ভাতা কাঠামোর প্রতিফলন।</u>

(ক) কর্মরত পদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অতিরিক্ত ডিগ্রী/ডিপ্লোমার জন্য পরবর্তী পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিটি অতিরিক্ত ডিগ্রী / ডিপ্লোমার জন্য ২(দুই) বৎসর করে জ্যেষ্ঠতা অথবা ২(দুই)টি করে অতিরিক্ত বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করা হলো। এতে শিক্ষার মূল্যায়ন ও কর্মের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

(খ) মেধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যোগ্যতা যাচাইপূর্বক পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হলো। এক্ষেত্রে পরীক্ষিত মেধাবী কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ) ভাগ নির্ধারিত রাখার প্রস্তাব করা হলো।

(*) <u>সরকারি সেবা (টেলিফোন, গাড়ী, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) সংক্রান্ত প্রাধিকারসমূহ আর্থিক সুবিধায় নগদায়ন এবং রেশন সুবিধাদি যৌক্তিকরণ।</u>

টেলিফোন ঃ সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগী উপযুক্ত কর্মকর্তাদের সরকারি কাজের স্বার্থে ব্যবহৃত অফিস ও আবাসিক টেলিফোনের বিল বাবদ বিলের পরিমাণ (স্লাব) নির্ধারণ করে সরকার কর্তৃক পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ (বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থাধীন) এর প্রস্তাব করা হলো।

গাড়ী ঃ সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ী ক্রয় বাবদ আর্থিক নগদায়নের পরিবর্তে সরকারিভাবে গাড়ী সরবরাহকরণ যুক্তিযুক্ত হবে। তবে গাড়ীর জ্বালানী সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সীমিত রাখার জন্য কঠোর নীতিমালা অনুসরণের প্রস্তাব করা হলো।

মোবাইল ফোন ঃ ফোন বাবদ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ভাতার পরিমাণ নির্ণয় ও মাসিক বেতন ভাতার সহিত প্রদান করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

রেশন সুবিধাদি ঃ বাংলাদেশ আর্মি ও পুলিশ সদস্যদের ন্যায় মূল্য নির্ধারণ ও মান সম্মত রেশন প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হলো।

(*) <u>টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড এবং ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তিতে বেতনক্রমের বিদ্যমান অসঙ্গতি নিরীক্ষাক্রমে বেতনক্রম নিরূপণ এবং টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রদান ও অসঙ্গতি দূরীকরণের সুপারিশ প্রণয়ন।</u>

(ক) ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরও প্রতিপদে প্রতি ৪(চার) বৎসর অন্তর ২(দুই) গ্রেড উপরের গ্রেডে/স্কেলে ১০০% হারে সিলেকশন গ্রেড প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।

(খ) এছাড়া লক্ষ্য করা যায় যে, উচ্চতর পদের বেতনস্কেল নিম্নপদের চেয়ে কম এবং অনেক ক্ষেত্রে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদের বেতন স্কেল কোন কোন তৃতীয় শ্রেণীর পদের চেয়ে কম নির্মিত হচ্ছে। এটি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক বিধায় সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিবিধান অবশ্যই কাম্য।

(গ) পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণে প্রাপ্ত বেতন স্কেলের উচ্চতর স্কেলে বেতন নির্ধারণকরণ ঃ (অনেক সময় দেখা যায়, টাইমস্কেল সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত হওয়ায় বেতনক্রম পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নির্ধারিত বেতনক্রমের ২/১ স্কেল উপরের বেতনক্রমে বেতন প্রাপ্ত হন ফলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হলে বেতন বৃদ্ধি

তো হয়ই না বরং দেখা যায়, একজন উচ্চপদের কর্মচারী নিম্নপদের কর্মচারী থেকে নিচের বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ হয়, ফলে মূল বেতন কম হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নিম্ন পদ এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত উচ্চপদের বেতন ও বেতন স্কেলের সমন্বয় সাধনের জন্য পদোন্নতি প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বেতনক্রমের এক ধাপ উপরের স্কেলে বেতন নির্ধারণ করার নিয়ম প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হলো।

(ঘ) বেতন নির্ধারণ (Pay Fixation) ঃ প্রতিটি বেতন স্কেল ঘোষণাকালে দেখা যায়, প্রবীণ কর্মচারীরা মূল বেতন বৃদ্ধিতে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন, যা খুবই হতাশাজনক। তাই বেতন নির্ধারণীর ক্ষেত্রে একজন নব নিয়োগপ্রাপ্ত বা কনিষ্ঠ কর্মচারী এবং একজন প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর ক্ষেত্রে কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির হার সমানুপাতিক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়। সেক্ষেত্রে কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারণ না করে প্রতি ৩(তিন) বৎসর চাকুরী কালের জন ১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন যোগ করে বেতন নির্ধারণী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করা হলো।

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রস্তাব ঃ (মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল্যায়ন) ঃ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় যে সকল সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, স্বাধীনতা উত্তর সেই সকল কর্মচারীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের পুরস্কার স্বরূপ অতিরিক্ত ২(দুই)টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন অথবা ২(দুই) বৎসরের জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা উত্তর সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ দু'টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন অথবা ২(দুই) বৎসরের জ্যেষ্ঠতা প্রদানের পরিবর্তে চাকুরীর মেয়াদ প্রথমে দুই বৎসর এবং পরবর্তীতে তা কমিয়ে ১(এক) বৎসর বৃদ্ধি করে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এরূপাবস্থায়, মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের মধ্যে পদোন্নতি প্রাপ্তিতে সমন্বয়হীনতা ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকুরী মেয়াদ বৃদ্ধির পরিবর্তে মুক্তিযোদ্ধাগণ যেহেতু জাতির গর্বিত সন্তান এ বিবেচনায় তাদের পেনশন গ্রাচ্যুইটির হার সরকার দেয় প্রচলিত হারের দ্বিগুণ প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হলো।

(খ) প্রসঙ্গ ঃ চাকুরী কমিশন (Service Commission):

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রারম্ভ হতে ১ম ও ২য় শ্রেণী ক্যাডার/নন ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক সরকারি চাকুরী কমিশন (PSC) গঠন ও কার্যকর থাকলেও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ইতোপূর্বে সরকারি চাকুরী কমিশন

(Service Commission) গঠিত হয়নি। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির দীর্ঘদিনের দাবীর প্রেক্ষিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বেতন কমিশনের সাথে চাকুরী কমিশন যুক্ত করেছেন। যা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সরকারের দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। ইতোপূর্বে চাকুরী কমিশন না থাকার ফলে বেতন কমিশন বহির্ভূতভাবে ৩য় শ্রেণী কর্মচারী পদধারীদের মধ্যে হতে কিছু পদের কর্মচারীদের বেতন ও পদমর্যাদা আপগ্রেড করে পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল বৃদ্ধির করায় ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের পদগুলোর সাথে বেতন স্কেল ও পদমর্যাদার ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সাথে সচিবালয় বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠানের সমমান ও সমযোগ্যতার কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সাথে সমশিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেলের বৈষম্য স্মরণ করা যায়। এতদ্ব্যতিত তৃতীয় শ্রেণী পদধারী অন্যান্য পদ পদবীর সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে থেকে ডিপ্লোমা নার্স, মহা হিসাব নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে বিভাগীয় হিসাব রক্ষক, কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্ট, সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, পুলিশ বিভাগের এসআই, তহশিলদার এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইত্যাদি পদগুলোতে ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় শ্রেণীর কিছু সংখ্যক পদধারীদের পদের মূল বেতন স্কেল হতে ২(দুই) স্কেল উপরের গ্রেডে বেতন নির্ধারণের আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাহিসাব নিয়ন্ত্রণের দপ্তরে অডিটর, সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিপ্লোমা নার্স, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট ইত্যাদি। ইহা ব্যতিত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কিছু কিছু পদে ১০০% সিলেকশন গ্রেড আবার কিছু পদে ৫০% বা ৩০% সিলেকশন গ্রেড প্রদান করায় একই পদ পদবীর ও অবশিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। চাকুরী কমিশন (Service Commission) না থাকায় বেতন কমিশন বহির্ভূত অনুরূপ আদেশগুলো করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা এমনকি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এমন বৈষম্য লক্ষণীয় নয়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কোন চাকুরী কমিশন (Service Commission) না থাকাই এরূপ পদমর্যাদা ও বেতন বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বেতন কমিশনের সুপারিশ বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণী পদধারীদের উপরোল্লিখিত কিছু পদ আপগ্রেড করে ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রদান, কিছু কিছু পদধারী কর্মচারীদের মূল বেতন স্কেলের দুই গ্রেড উপরের স্কেলে বেতন নির্ধারণ আদেশ প্রদান এবং কিছু পদে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে সৃষ্ট বেতন বৈষম্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত মতধারাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ বৈষম্য কোনভাবেই কাম্য নয়।

বর্তমান সরকার জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০১৩ গঠন করায় চাকুরী কমিশনের নিকট আমাদের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা এই যে, ১৯৭৩ সনের বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত বেতন স্কেলকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে অন্তত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে সমমান ও সমকাজের বিষয় বিবেচনায় এনে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদমর্যাদা পুনঃবিন্যাস করে পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা ও বেতন স্কেলের সৃষ্ট বৈষম্য নিরসনের পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

(*) চাকুরী কমিশন না থাকায়, বেতন কমিশনের সুপারিশ বহির্ভূত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ পদবীর মর্যাদা ও বেতন বৈষম্যের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

০১। যে সকল তৃতীয় শ্রেণীর পদ-পদবীর নাম পরিবর্তন ও ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে তার বিবরণ।	১। সমমানের যে সকল তৃতীয় শ্রেণীর পদ-পদবীর নাম পরিবর্তন ও ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় নাই তার বিবরণ।
১(ক)। বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রধান সহকারী, শাখা সহকারী, উচ্চমান সহকারী, বাজেট পরীক্ষক, হিসাব রক্ষক পদসমূহকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হিসাবে পদবী পরিবর্তন করা হয়েছে।	১(ক)। সচিবালয় বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষক, এজিবির অডিটরসহ সমমানের।
১(খ) সচিবালয়ের সাটলিপিকার পদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তারূপে পদ পরিবর্তন করা হয়েছে।	১(খ)। সচিবালয় বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাঁটলিপিকারগণ।
১(গ) ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা নার্স, এজিবির বিভাগীয় হিসাব রক্ষক	১(গ)। পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, কম্পিউটার অপারেটর,

স্বপদে ২য় শ্রেণীর পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, এজিবি বহির্ভূত হিসাব রক্ষকসহ সমপদের।
১(ঘ)। পুলিশ সার্জেন্ট, এসআই, কারিগরি শিক্ষার ড্রাফটসম্যান, কানুনগো, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, খাদ্য পরিদর্শক, সামুদ্রিক মৎস্য শাখা পরিদর্শক ইনল্যান্ড, রেঞ্জার, এনএসআই ফিল্ড অফিসার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদগুলো স্বপদে ২য় শ্রেণী পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান।	১(ঘ)। কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর বহির্ভূত দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, ডিসি অফিসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ড্রাফটসম্যান, কম্পিউটার অপারেটর, ওয়ার্ক সুপারভাইজার, সার্ভেয়ারসহ ডাক বিভাগের এল এস জি, এ পি এম, টি পি এম, এইচ এস জি, ডি পি এম. থানা পোস্ট মাস্টার, মেডিকেল রেকর্ডকিপারসহ অন্যান্য সমমানের পদ।
০২। যে সকল পদবীর বেতন স্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে তার বিবরণ।	০২। সমমানের যে সকল পদের বেতন স্কেল আপগ্রেড করা হয় নাই তার বিবরণ।
২(ক)। এজি অফিসের অডিটর, সিনিয়র একাউন্স ক্লার্ক, ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট, সচিবালয়ের কোষাধ্যক্ষ, সহকারী হিসাব রক্ষক, উপখাদ্য পরিদর্শক, সহকারী খাদ্য উপ-পরিদর্শক, জুনিয়র ফিল্ড অফিসার (এনএসআই)।	বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও ডিসি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী, উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাব রক্ষক, কম্পিউটার, ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, হিসাব রক্ষক, ড্রাফটসম্যান, ওয়ার্ক সুপারভাইজার, সার্ভেয়ার, স্টোর কিপার, মেডিকেল রেকর্ড কিপার, ডাক বিভাগের এল এস জি, এ পি এম, টি পি এম, এইচ এস জি, ডি পি এম. থানা পোস্ট মাস্টারসহ সমমানের পদ।
০৩। যে সকল পদের ১০০%, ৫০%, ৩০% সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।	০৩। সমমানের যে সকল পদে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয় নাই।
৩(ক) সাঁটলিপিকার, স্টেনো টাইপিস্ট, টাইপিস্ট, ওয়ার্ক এসিসটেন্ট, ভারী	বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকের দপ্তর ও প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য দপ্তর

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত কিছু পদ পদবীর কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের অবস্থানগত সুবিধার সুযোগ নিয়ে কিংবা সরকারের প্রভাবশালী অংশকে কাজে লাগিয়ে অথবা অন্যকোন উপায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করে বেতন কমিশনকে পাশ কাটিয়ে পদ মর্যাদা ও বেতন স্কেল উন্নীত করেছেন। আমরা পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল উন্নীতকরণের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু যারা দূরাঞ্চলে বা সরকারি প্রভাব বলয়ের বাইরে অবস্থান করছেন তাদেরকে বঞ্চিত রেখে নয়। বিমাতা সুলভ আচরণ কোন ভাবেই কাম্য নয়। সুযোগ সুবিধা ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই সুষম দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য কমিশনের সকল সম্মানিত সদস্যের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সমমানের বঞ্চিত কর্মচারীদের বিষয়টি সুবিবেচনায় এনে তাদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল উন্নীত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

(খ) রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বিভাগ শীর্ষে অবস্থানকারীর একটা। রেজিস্ট্রেশন বিভাগে বৃটিশ আমলের পদ পদবী যেমন মোহরার, টি.সি মোহরার নামকরণ বিদ্যমান। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকারি কর্মক্ষেত্রে এসব পদ পদবী নিতান্তই অসম্মানজনক ও অসঙ্গতিপূর্ণ। সাব-রেজিস্টারদের পদটি ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি এবং পরবর্তীতে ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীত করা হলেও সাব-রেজিস্টারদের সহায়ক কর্মচারী সহকারী পদটি পূর্বের ন্যায় নিম্নমান সহকারী রয়ে গিয়েছে। প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী পদটি উচ্চমান সহকারী করা সমীচীন। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের মোহরার পদটি অতি প্রাচীন ও উপনিবেশিক আমলের সৃষ্ট। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের সহায়ক জনবল হিসাবে অফিস সহকারী, মোহরার ও টি.সি মোহরার পদ সৃজিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি। মোহরার পদবীটি প্রাচীন ও ফরাসি শব্দ হতে নেয়া। বিভাগীয় কার্যক্রমের সাথে উক্ত পদবীর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না এবং মোহরার শব্দের সঠিক অর্থও আমাদের বোধগম্য নয়। যার ফলে

মোহরার পদবী নিয়ে কর্মচারীদের মাঝে রয়েছে অসন্তোষ এবং হতাশা। বর্ণিতাবস্থায়, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ন্যায় সাব-রেজিস্ট্রার/জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মোহরার পদটির নাম পরিবর্তন করে অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ হিসাবে নামকরণ করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

(ঘ) বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর মঞ্জুরীকৃত পদে নিয়োগ বন্ধ রেখে ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সি, আউট সোর্সিং ও নামমাত্র বেতনে মাস্টাররোল ভিত্তিতে লোকবল নিয়োগ করে কাজ করানো হচ্ছে। ফলে ঐসকল সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজের গুণগতমান দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যোগ্যতা এবং দক্ষতার অভাবে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র বিনষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে আউট সোর্সিং নিয়োগের ফলে মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হওয়ায় বাংলাদেশের মত বেকার বহুল দেশে নাগরিকবৃন্দ উপযুক্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান ও অন্যতম দায়িত্ব হলো দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুরক্ষা দেয়া ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এরূপাবস্থায়, আমাদের প্রস্তাব উন্নয়ন খাতে কর্মচারীসহ ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সি, আউট সোর্সিংএ কর্মরত কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ এবং ভবিষ্যতে এরূপ ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সী, মাস্টাররোল ও আউট সোর্সিং এ নিয়োগ প্রথা বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

৩০ এপ্রিল ২০১৪খ্রিঃ তারিখ বাজার মূল্য অনুযায়ী ছয় সদস্যের ১টি পরিবারের জীবনযাত্রার ন্যূনতম ব্যয়ের তথ্য চিত্র।

০১। চাউল, ডাল, আটা, চিনি, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, টুথপেস্ট, মাছ, মাংস, সবজি ত্যাদির মাসিক ব্যয় ঃ

* চাউল ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৫৫ কেজি	প্রতি কেজি	৪০ টাকা	২২০০ টাকা
* আটা ঃ প্রতিমাসে গড়ে ১৫ কেজি	প্রতি কেজি	৩৬ টাকা	৬৪৮ টাকা
* চিনি ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৩ কেজি	প্রতি কেজি	৫০ টাকা	১৫০ টাকা
* ভোজ্য তৈল ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৫ লিটার	প্রতি লিটার	১১০ টাকা	৫৫০ টাকা
* ডাল ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৪ কেজি	প্রতি কেজি	১১০ টাকা	৪৪০ টাকা
* টয়লেট সাবান ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৪টি	প্রতিটি	৩২ টাকা	১২৮ টাকা

* কাপড় কাচা সাবান ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৭টি	প্রতিটি	১৮ টাকা	১২৬ টাকা
* পিঁয়াজ ঃ প্রতিমাসে গড়ে ৭ কেজি	প্রতি কেজি	৩৫ টাকা	২৪৫ টাকা
* রসুন ঃ প্রতিমাসে গড়ে ১ কেজি	প্রতি কেজি	৮০ টাকা	৮০ টাকা
* শুকনা মরিচ ঃ প্রতিমাসে গড়ে আধা কেজি	প্রতি কেজি	২৫০ টাকা	১২৫ টাকা
* টুথপেস্ট ঃ ২ টিউব মাঝারি সাইজ	প্রতি টিউব	১২০ টাকা	২৪০ টাকা
* নারিকেল তৈল ঃ ৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	৭৫ টাকা	৩০০ টাকা
* আদা, হলুদ, ধনিয়া, চা পাতা, মসলা ইত্যাদি	মাসে থোক	৫০ টাকা	৫০০ টাকা
* শুড়া মাছ ঃ সপ্তাহে ১ কেজি হিসাবে মাসে ৪.৫০ কেজি	প্রতি কেজি	৩০০ টাকা	১৩৫০ টাকা
* গরুর/মুরগীর মাংস ঃ সপ্তাহে ২ কেজি হিসাবে ৮ কেজি	প্রতি কেজি	২৮০ টাকা	২৫২০ টাকা
* শাক-সবজি, তরিতরকারী, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি	প্রতিদিন	৯০ টাকা (৩০দিন)	২৭০০ টাকা
		মোট =	১২,৩০২ টাকা

* পোলাও'র চাউল, সুজি, ইলিশ মাছ, ডিম, দুধ, পত্রিকা, মশার কয়েল, গৃহপরিচারিকার বেতন ইত্যাদির খরচ ধরা হ'ল না।

০২ (ক) জামা-কাপড়, জুতা ইত্যাদি বাৎসরিক খরচ হিসাবে মাসিক খরচ (স্বামীর জন্য বাৎসরিক) ঃ

* লুঙ্গি - ২টি	প্রতিটি ৩৫০ টাকা	৭০০ টাকা
* শার্ট - ২টি	প্রতিটি ৪৭৫ টাকা	৯৫০ টাকা
* ফুল প্যান্ট - ২টি	প্রতিটি ৭০০ টাকা	১৪০০ টাকা
* তোয়ালে বা গামছা- ২টি	প্রতিটি ৮০ টাকা	১৬০ টাকা
* জুতা ও স্যান্ডেল - ২ জোড়া	যথাক্রমে (১১০০+৪০০) টাকা	১৫০০ টাকা
	মোট	৪,৭১০ টাকা

* সেভিং ব্লেড, চুলকাটা, ব্যক্তিগত খরচ, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাইবোন, অতিথি আপ্যায়ন, বিবাহ, অনুষ্ঠান, সামাজিকতায় উপহার সামগ্রীর খরচ ধরা হ'ল না।

০২ (খ) স্ত্রীর জন্য বাৎসরিক ঃ

* পরনের শাড়ী - ৪টি	প্রতিটি ৬০০ টাকা	২৪০০ টাকা
* ব্লাউজ - ৪টি	প্রতিটি ১৭০ টাকা	৬৮০ টাকা
* পেটিকোট - ৪টি	প্রতিটি ২০০ টাকা	৮০০ টাকা
* তোয়ালে বা গামছা - ২টি	প্রতিটি ৮০ টাকা	১৬০ টাকা
* স্যান্ডেল - ২ জোড়া	প্রতি জোড়া ৫০০ টাকা	১০০০ টাকা
* বিছানার চাদর - ৪টি	প্রতিটি ৪৫০টাকা	১৮০০ টাকা
	মোট =	৬,৮৪০ টাকা

* সব ধরনের প্রশাধনী সামগ্রী, বিনোদন, হাত খরচ ধরা হ'ল না।

০২ (গ) পিতা মাতার বাৎসরিক খরচ ঃ

* লুঙ্গি-২টি	প্রতিটি ৩৫০ টাকা	৭০০ টাকা
* পাঞ্জাবী ২টি	প্রতিটি ৪০০ টাকা	৮০০ টাকা
* শাড়ী ২টি	প্রতিটি ৫০০ টাকা	১০০০ টাকা
* ব্লাউজ ২টি	প্রতিটি ১৭০ টাকা	৩৪০ টাকা
* পেটিকোট ২টি	প্রতিটি ২০০ টাকা	৪০০ টাকা
* গেঞ্জি ২টি	প্রতিটি ১০০ টাকা	২০০ টাকা
* জুতা/স্যান্ডেল ৩ জোড়া	প্রতিটি ৪০০ টাকা	১২০০ টাকা
* গামছা/টাওয়াল ২টি	প্রতিটি ৮০ টাকা	১৬০ টাকা
	মোট =	৪,৮০০ টাকা

০২(ঘ) ২(দুই) সন্তানের জন্য বাৎসরিক ঃ

* শার্ট / কামিজ ২টি করে ৪টি	প্রতিটি গড়ে ৪৫০ টাকা	১৮০০ টাকা
* প্যান্ট / পায়জামা ২টি করে ৪টি	প্রতিটি গড়ে ৪০০ টাকা	১৬০০ টাকা
* গেঞ্জি / সেমিজ ২টি করে ৪ জোড়া	প্রতিটি গড়ে ১০০ টাকা	৪০০ টাকা
* মোজা প্রত্যেকের ২টি করে ৪ জোড়া	প্রতি জোড়া ১০০ টাকা	৪০০ টাকা
* তোয়ালে / গামছা ২টি করে ৪টি	প্রতিটি গড়ে ৮০ টাকা	৩২০ টাকা
* জুতা ২ জনের ২ জোড়া করে (২ X ২ = ৪ জোড়া	প্রতি জোড়া ৫০০ টাকা	২০০০ টাকা
	মোট =	৬,৫২০ টাকা

* সন্তানের রেইনকোট, ছাতা, স্কুল ব্যাগ, কম্পিউটার, ফ্রিজ, মশারী, লেপ, তোষক, চেয়ার টেবিল ও তৈজসপত্রের খরচ ধরা হল না।

(অনুঃ ২(ক) = ৪৭১০ + অনুঃ ২(খ) ৬৮৪০ + অনুঃ ২(গ) ৪৮০০ + অনুঃ ২(ঘ) ৬৫২০ = মোট বাৎসরিক খরচ ২২,৮৭০ টাকার মাসিক খরচ (২২,৮৭০ ÷১২) = ১৯০৫.৮৩ টাকা অর্থাৎ ১৯০৬।

০৩। ২(দুই) জন সন্তানের জন্য শিক্ষা ব্যয় (ধরা যাক ১ম জন ৭ম ও অন্যজন ১০ম শ্রেণী) প্রতিমাস হিসাবে।

* বেসরকারী স্কুলের বেতন ২ সন্তানের জন্য	প্রতি জনের	৫০০x২	১০০০ টাকা
* পেন্সিল বা কলম ২ সন্তানের প্রত্যেকের ৪টি করে ৮টি	প্রতিটি	১৫x৮	১২০ টাকা
* বাংলা/ইংরেজী ও অন্যান্য খাতাসহ ২ সন্তানের ৫টি করে ১০টি	প্রতিটি	৫০ x ১০	৫০০ টাকা
* স্কুলে যাওয়া আসা দুই সন্তানের ৩০+৩০ = ৬০ টাকা মাসে ২০দিন	প্রতিজন	৬০x২x২০	১২০০ টাকা
* স্কুলে টিফিন বাবদ প্রতি সন্তান ২৫ টাকা মাসে ২০ দিন	প্রতিজন	২৫x২x২০	১০০০ টাকা
		মোট =	৩,৮২০ টাকা

* সন্তানের জন্য মিষ্টি, ফলমুল, হাত খরচ, পুস্তিকাদিসহ কোচিং / প্রাইভেট টিউটর ইত্যাদি বাবদ খরচ হিসাবে ধরা হ'ল না।

০৪। গ্যাস, জ্বালানী, পানি, বিদ্যুৎ, অফিসে যাতায়াত ও দৈনিক টিফিন।

* গ্যাস/জ্বালানী, ২ বার্নার চুলা ৪৫০ + পয়ঃ নিষ্কাশন ও পানি ৪০০ + বিদ্যুৎ ১২০০ টাকা	২০৫০ টাকা
* অফিসে যাতায়াত বাবদ প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে মাসে ২২ দিন	১১০০ টাকা
* অফিসে টিফিন বাবদ প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে মাসে ২২ দিন	১১০০ টাকা
* ধোলাই ভাতা মাসিক ২৫০ টাকা	২৫০ টাকা
মোট	৪,৫০০ টাকা

০৫। মাসিক চিকিৎসা ও বাড়ী ভাড়া ব্যয় ঃ

* ৬ জনের চিকিৎসা বাবদ গড়ে প্রতি ৩ মাসে ১ বার ডাক্তারের ভিজিট ৫০০X৬ ÷ ৩ =	১,০০০ টাকা
* ঔষধ ক্রয় ৯০০ টাকা এবং প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট কাজে যাতায়ত বাবদ ৬০০ টাকা মোট	১৫০০ টাকা
* ছোট আকারের ৩ রুমের ১টি বাসা, ১টি কিচেন, ছোট বারান্দাসহ একটি বাসা ন্যূনতম ভাড়া	১০৫০০ টাকা
সর্বমোট	১৩,০০০ টাকা

অনুঃ ১ = ১২,৩০২ + অনুঃ ২ (ক+খ+গ+ঘ) = ১৯০৬ + অনুঃ ৩ = ৩৮২০ + অনুঃ ৪ = ৪৫০০+ অনুঃ ৫ = ১৩,০০০ সহ সর্বমোট ৩৬,০২৮ টাকা। বর্ণিত তথ্য চিত্রের হিসাব অনুযায়ী ৬(ছয়) সদস্যভুক্ত পরিবারের মাসিক ন্যূনতম গড় খরচ হয় প্রায় ৩৫,৫২৮ টাকা অর্থাৎ ৩৬,০০০ টাকা।

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন। এই সংগঠনটি আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধিশালী না হলেও প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মক্ষেত্রে বৃহত্তর জনবলের সমন্বয়ে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। আমরা মনে করি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো প্রজাতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। আর সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি জনবলের ভূমিকাই মুখ্য। এ লক্ষ্যে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুসজ্ঘটিত করে কর্মে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কর্মচারীদের বিদ্যমান পদ পদবীগুলোর মধ্যে বেতন ভাতা, পদমর্যাদা ও ইতোমধ্যে সৃষ্ট সকল বৈষম্য নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন/২০১৩ সমীপে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে সরকারের আর্থিক ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির পক্ষে কমিশন সমীপে বাস্তবমুখী প্রস্তাবনা পেশ করা হলো।

কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর ও প্রাসংগিক বিষয়সমূহের প্রস্তাব জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন/২০১৩ কর্তৃক সুবিবেচিত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বা/ ০৭/০৫/২০১৪
(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯১২-১১৭৫০১

স্বা/ ০৭/০৫/২০১৪
(মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৫

(পে কমিশনে দেওয়া প্রস্তাবের বহির্ভূত অংশ)

বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি কর্তৃক গঠিত লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি

ভূমিকা :

প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, বিভিন্ন অধ্যাদেশ, বিশেষ অধ্যাদেশ ও নানাবিধ কালাকানুনের যাতাকলে বা কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে অনেক সময় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সরকারি কর্মচারীগণ নানাবিধ হয়রানিমূলক বদলি, নির্যাতন, পদাবনতি, পদচ্যুত, চাকুরী থেকে অপসারিত, বরখাস্ত বা গুরুতর সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এরূপ ঘটনায় অনেক নিরীহ কর্মচারী প্রশাসনিক ও আইনগত লড়াই করতে ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশায় আত্মহত্যা, মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবার অনেকে কাঙ্খিত শ্রম বা মর্যাদাহানীকর কাজ করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন। এ রকম অসহায় ও অমানবিক পরিস্থিতিতে সাংগঠনিকভাবে তাদের আইনগত পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি ১২/১০/২০১২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ক্রমিক ০৫ (পাঁচ) মোতাবেক একটি লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির নীতিমালা ও কর্মপরিবিধ (T.O.R)

০১। বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ০৩ (তিন) এর বিধানমতে সমিতির সদস্য/সদস্যবৃন্দ এবং অনুচ্ছেদ ০৪ (চার) এর বিধানমতে সাংগঠনিক ধাপসমূহের কোন নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক কার্যক্রমের কারণে বা কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বা দাবী আদায়ে আন্দোলনের কারণে বা সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের হয়রানি বা নির্যাতনের শিক্ষার হয়ে পদচ্যুত, পদাবনতি, চাকুরী থেকে অপসারিত বা বরখাস্ত বা অন্যকোন গুরুতর সাজাপ্রাপ্ত হলে, তাদের মধ্যে যারা সমিতির সদস্য হিসেবে এক বৎসর নিয়মিত চাঁদা প্রদান/লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির তহবিলে এককালীন কমপক্ষে ১০০০ টাকা

অনুদান প্রদান করেছেন, এরূপ সদস্য সমিতির পক্ষ হতে আইনগত সহায়তা ও তৎসংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

০২। ভুক্তভোগী সদস্য বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ/জেলা নির্বাহী পরিষদ/সাংগঠনিক আঞ্চলিক কমিটি/বিভাগীয় কমিটি/ঢাকা মহানগর কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতির বরাবরে আবেদন প্রেরণ করবেন।

০৩। সভাপতি মহোদয় প্রাপ্ত আবেদনপত্র লিগ্যাল এইড উপ-কমিটিতে প্রেরণ করবেন। উপ-কমিটি আবেদনপত্র যাচাই বাছাই ও বাস্তবতার নিরীখে আইনগত সহায়তা ও তৎসংশ্লিষ্ট আর্থিক অনুদান নির্ণয় করে একটি প্রস্তাবনা/প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে দাখিল করবেন। লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাবনা/প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে **'লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি'** সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আইনী সহায়তা ও তৎসংশ্লিষ্ট আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৪। ভুক্তভোগী সদস্যের বেতন ভাতা বন্ধসহ প্রশাসনিক ও আইনীত জটিলতা দীর্ঘায়িত হলে আইনী সহায়তার পাশাপাশি মাসিক বেতন ভাতার সমপরিমাণ বা সম্ভাব্য প্রদেয় অর্থ প্রতিমাসে ঋণ সহায়তা হিসেবে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করবে। তবে শর্ত থাকবে যে, চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়ার পর গৃহীত ঋণ সহায়তার সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদান করতে হবে।

০৫। সমিতির সদস্যদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অনুদানে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির তহবিল গঠিত হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন দানশীল/সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থেও তহবিল গঠন করা যাবে।

০৬। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে।

০৭। প্রতিমাসে অন্তত একবার লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে সভা অনুষ্ঠান করা যাবে।

০৮। লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব পালন বা কাজের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

০৯। আর্থিক সহায়তা প্রদানকল্পে গঠিত তহবিলের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের কোন তফসিল ব্যাংকে **'বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি'** এই শিরোনামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এ দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

১০। লিগ্যাল এইড উপ-কমিটির মূল স্লোগান হবে **'প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে'**।

স্বা/
(তাপস কুমার সাহা)
যুগ্ম মহাসচিব, কেনিপ
ও
সদস্য সচিব
লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি
০১৭১২২০৫২৯৭

স্বা/
(মোঃ নুরুন নবী)
সহ সভাপতি, কেনিপ
ও
আহ্বায়ক
লিগ্যাল এইড উপ-কমিটি
০১৭১৫০১৩১৪৩

সৌজন্যে
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়ন